সংবাদ

তারিখ 1-MAR 2012
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বর্তমান সরকারের তিন বছর শিক্ষাখাতের মূল্যায়ন

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

(শেষাংশ)

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বিধৃত শিক্ষায় কাঠামোগত পরিবর্তনসমূহ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বিধৃত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই নীতির আঙ্গিকে কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি :

- ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়সী শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।
- নতুন শিক্ষা কাঠামোয় প্রাথমিক শিক্ষা স্তর করা হয় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। পঞ্চম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। উত্তীর্ণদের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট দেয়া হবে।
- নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে এবং যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি সার্টিফিকেট দেয়া হবে।
- অষ্টম শ্রেণীর পর যারা কোন কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না, তারা ইচ্ছা করলে দ্রুত অর্থকরী কাজে লাগানো যাবে এমন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সরকারি বহুমুখী কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এ সকল শিক্ষার্থীও দক্ষতামান-৪ অর্জন করলে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তি হতে পারবে।
- একটি সম-নাগরিক-ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার ধারা (সাধারণ, মাদ্রাসা, কারিগরি, ইংরেজি মাধ্যম) নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক পড়তে হবে। **প্রাথমিক স্তরের বিষয়সমূহ** : বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। মাধ্যমিক স্তরের বিষয়সমূহ : বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা।

সকল ধারায় এসব বিষয়ে মূল পাঠ্যবই একই হবে এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

- বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধী, অতিদরিদ্র পরিবারসমূহ এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহের ছেলেমেয়েদের জন্য যথোপযুক্ত ও সংবেদনশীল ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুযোগ সৃষ্টির তাগিদ দেয়া হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ চিহ্নিত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্নাতক ও পরবর্তী) মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম কি না এবং যেসকল বিষয় পড়ানো হচ্ছে সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সরঞ্জাম আছে কি না, সে সম্পর্কে প্রত্যয়ন করা। একই সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নির্ণয় এবং সেই ভিত্তিতে প্রতি বছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা।

- প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের অফিস স্থাপন : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করছে কি না, তা নজরদারির জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ওপর অর্পিত বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নজরদারির কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারছে না। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য একটি যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের অফিস স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে।
- যুগোপযোগী মাদ্রাসা শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করার জন্য একটি অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে ৯-১০ বছর সময় লাগতে পারে। শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। তবে শুধু জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে কাজটি করা সহজ হবে না, কেননা এখনো জাতীয় আয়ের মাত্র ১৬% রাজস্ব এবং অন্যান্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনায় আসে। দেশে সম্পদশালী মানুষকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে দেশের ও দশের সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বার্থে। একটি জাতীয় শিক্ষা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে এই ফান্ডে অর্থ প্রদান করার জন্য দেশে ব্যাপকভাবে এবং বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ কাজে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কর মওকুফের ব্যবস্থা করা একটি খুবই যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিঃশর্ত আন্তর্জাতিক সহায়তা সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

অর্থের সংস্থান হলেও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে হবে।

বিগত তিন বছরে শিক্ষাখাতে অগ্রগতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বাস্তবায়ন

- প্রথমেই বলতে হয়, একটি যুগোপযোগী ও দল-মত নির্বিশেষে ব্যাপকভাবে সমর্থিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও গ্রহণ বর্তমান সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। শিক্ষানীতি-২০১০ই এদেশে প্রথমবারের মতো গৃহীত কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী আর অগ্রসর হয় না) তাদের মধ্যে দশম শ্রেণী শেষ করার আগে আরও ৪০-৪২ শতাংশ ঝরে পড়ত। পুঞ্জীভূত বিভিন্ন সমস্যা দূর করে ঝরে পড়া দ্রুত রোধ করা কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে। তবুও বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ, যথাসময়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও অন্যান্য প্রণোদনা বৃদ্ধির ফলে ঝরে পড়া উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে বলে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া ইতোমধ্যে কয়েকটি এলাকায় ঝরে পড়া রোধে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশেও দিশারী প্রকল্পের মাধ্যমে দুপুরের খাবার সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে দেখা গেছে, ঝরে পড়া রোধে বাংলাদেশের বাস্তবতায় শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার সরবরাহ একটি মোক্ষম ব্যবস্থা।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, দশম শ্রেণী সমাপ্ত করা শিক্ষার্থীদের অনুপাত ২৭-২৮ শতাংশ থেকে কয়েক শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। দুই পর্যায়েই অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী শেষ করা পর্যন্ত এবং পরবর্তিতে দশম শ্রেণী শেষ করা পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার ইতোমধ্যে কিছুটা কমেছে এবং এই কমার হার গতি পাচ্ছে।

- দেশের সকল বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণে বিগত দুই-তিন বছরে বিশাল সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবছরে এই দুই পর্যায়ে পড়ুয়া দেশের সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে শিক্ষাবছরের প্রথম দিনই (অর্থাৎ ১ জানুয়ারি) নতুন পাঠ্যবইসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়া হয়েছে।
- শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচি অনুসারে পুস্তক রচনা ও ছাপানোর কাজ এগিয়ে চলেছে। এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতি থেকে দেখা যায়, এই নতুন পাঠ্যপুস্তকসমূহ-ভিত্তিক পাঠদান ২০১৩ সাল থেকে শুরু করা যাবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি প্রশংসার দাবিদার। বাকি কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
- শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা আইন জরুরি। একটি সমন্বিত শিক্ষা আইনের খসড়া ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই তা আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাত করা হবে।
- ২০১১ সালে ৩৬ হাজার ৮৩টি বিদ্যালয়ে এবং ২০১২ সালে ৪০ হাজারটির বেশি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালু করা হচ্ছে।
- প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ২০১১ সালে লটারির মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেন পরীক্ষাভীতির সৃষ্টি না হয় এবং শিক্ষার প্রতি যাতে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেদিকে নজর রেখে ওই পর্যায়ে পরীক্ষা নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

অনিশ্চয়তা থাকছে না।

- শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হয়েছে এবং এর ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্যে আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রচলন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০ হাজার ৫০০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া সরবরাহসহ শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যেসকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেসকল এলাকায় ল্যাপটপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসংবলিত গাড়ির সাহায্যে তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর ফলে ভর্তির পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে নির্ধারিত বিষয়সমূহ চালু করা হয়েছে এবং এবতেদায়ি ও জুনিয়র দাখিল পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ৩৫টি মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়নসহ কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করে এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে মডেল মাদ্রাসায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- মাদ্রাসায় ইতোপূর্বে ফাজিল পর্যায়ে অনার্স কোর্স ছিল না। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ৩১টি মাদ্রাসায় ৫টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।
- টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং লেদার টেকনোলজি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আনা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একটি মানে (Standard) উন্নীত করার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ধারণ এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্রমমান নির্ধারণ করার দায়িত্ব দিয়ে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এটি স্থাপনকল্পে বিধিবিধানের খসড়া তৈরি করা হয়েছে।
- তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়)।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার অর্থায়ন করবে মর্মে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চালু করে ভর্তিবাণিজ্য রোধ করার ব্যবস্থা

নটের মধ্যেই চতুর্থ গোল করেন ... অস্ট্রেলিয়ার জয় নিশ্চিত করে ...লেন।

...সময় সৌদি কোচ ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডকে ...শায় মাথা নাড়াতে দেখা যায়। ... হঠাৎ করেই প্রতিরোধ শূন্য হয়ে ...টা তিনি বিশ্বাস করতে ...ছিলেন না।

...স্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক লুকাস নেইল ... দলের খেলোয়াড়দের লড়াকু ...মনোভাবের প্রশংসা করেন। তিনি ...লান তার দলের এখন লক্ষ্য ব্রাজিল ...কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার ...যোগ্যতা অর্জন করা। মার্ক ...সকিয়ানো ২০১০ সালের ...কাপের পর এ ম্যাচে প্রথম ...মাঠে নামেন। তিনি দলে ফেরায় ...স্ট্রেলিয়া দল বেশ উজ্জীবিত হয়েই ম্যাচ খেলে। ওয়েবসাইট।

সংবাদ স্পোর্টস ডেস্ক

সিদ্ধান্তটি নিয়ে খোদ ভারতীয় থিংক ট্যাংকের মধ্যেই ভিন্নমত রয়েছে। মতামত যাই হোক না কেন, নির্বাচকরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপ ক্রিকেটে দলে রেখেছেন শচিন তেন্ডুলকারকে। ফর্মহীনতার কারণে স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন বীরেন্দর সেহওয়াগ। জহির খান এবং উমেশ যাদবকে বিশ্রাম দেয়ার কথা বলা হলেও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিবি সিরিজে নৈপুণ্যে ঘাটতির কারণেই তারা স্কোয়াডে নেই বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দল নির্বাচন নিয়ে স্মরণকালের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের বৈঠকটি গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয়। তিন ঘণ্টাব্যাপী মিটিংয়ে নির্বাচকরা বাংলার ফাস্ট বোলার অশোক ডিন্ডাকে আবারো দলে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া দলে ফেরানো হয়েছে অল রাউন্ডার ইউসুফ পাঠানকে।

২০১১ সালের বিশ্বকাপের পর থেকে বলতে গেলে টানা খেলে যাচ্ছেন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। সিবি সিরিজে তাকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হলেও নেতৃত্ব ধোনির কাঁধেই থাকছে। সুরেশ রায়না, রোহিত শর্মা এবং রবীন্দ্র ...

...অপ্রত্যাশিত ছিল না। দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দলের অভিযোগও ছিল তার বিরুদ্ধে। সিবি সিরিজে সেহওয়াগ প্রতিবারই আউট হয়েছেন নিজের ভুলে। একবারও বোলারের কৃতিত্ব ছিল না বলেই দেখা গেছে।

দীর্ঘ অস্ট্রেলিয়া সফরের ক্লান্তি মুছে দেয়ার প্রয়াসে স্কোয়াডে রাখা হয়নি জহির খানকে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চারটি টেস্টের সবকটিতেই খেলেছেন জহির। অবশ্য চারটি ওডিআই ম্যাচে তিনি বিশ্রামে ছিলেন। দুলিপ ট্রফিতে সর্বোচ্চ উইকেট এবং রঞ্জি ট্রফিতে বাংলা দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক অশোক ডিন্ডাকে জহিরের জায়গায় ডাকা হয়েছে। ভারতের হয়ে পাঁচটি ওডিআই এবং তিনটি টি-২০ খেলা ডিন্ডা ২০১০ সালের জুন মাসে শেষবার ভারতের জাতীয় দলে খেলেছিলেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাজেভাবে কাটানোর পর একটিমাত্র টি-২০ ম্যাচ খেলেছিলেন ইউসুফ পাঠান। গত অক্টোবরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা ম্যাচটিই ছিল তার জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ। বিজয় হাজারে ট্রফিতে বরোদার পক্ষে ৭৮ বলে ১১৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে সৌরাষ্ট্রের বিপক্ষে দলের জয়ে অবদান রাখার পুরস্কার হিসেবে আবারো জাতীয় দলে ডাকা হয়েছে ইউসুফ পাঠানকে।

ভারতীয় স্কোয়াড : মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক কাম উইকেটকিপার), গৌতম গম্ভীর, শচিন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রাহুল শর্মা, সুরেশ রায়না, রবীন্দ্র জাদেজা, ইরফান পাঠান, অশোক ডিন্ডা, রবিচন্দ্র অশ্বিন, বিনয় কুমার, প্রভীন কুমার, ইউসুফ পাঠান। পিটিআই।